বাঁশরী মুখোপাধ্যায়

আলোয় ফেরা

চরিত্র □ শংকর, প্রভাত, নরেশ বিজলি ব্রজেন

আবহতে শরোদের সুর বাজছে

শংকর ॥ আয় প্রভাত। এখানে জলের ধারে বোস, কথা আছে।

প্রভাত ॥ কী কথা, যা বলার জন্যে নদীর ধারে শ্মশানে আসতে হল? (থেমে) কী হল, বল!

শংকর ॥ দাঁড়া, নরেশ আসছে। কীরে, তোর দেরী হল?

নরেশ ॥ (নীচু স্বরে) পোষ্টমর্টেম, রিপোর্টটা জানতে গিয়েছিলাম।

প্রভাত ও শঙ্কর—(একসঙ্গে) পোষ্টমর্টেম?

শংকর ॥ কী শুনলি? অ্যাক্সিডেন্ট? রেললাইন পেরোতে গিয়ে—

নরেশ ॥ বিজু—বিজু—

শংকর ॥ কী হল, বল!

নরেশ ॥ (চাপা গোঙানির মত বলে) বিজু অন্তঃসত্বা ছিল।

প্রভাত ও শংকর—(একসঙ্গে চিৎকার করে) না।

প্রভাত ॥ (নীচু গলায়) বিশ্বাস করি না।

শংকর ॥ (রুদ্ধ ক্রোধে) কোন শালা বলেছে?

নরেশ ॥ ডাক্তারী রিপোর্ট।

প্রভাত ॥ তাহলে সেই জন্যেই—

নরেশ ॥ হ্যাঁ, সেই জন্যেই।

শংকর ॥ কী করে হল?

নরেশ ॥ কে বলতে পারবে? কে জানে?

শংকর ॥ প্রভাত নরেশ, বিজলি আমাদের বন্ধু ছিল।

প্রভাত ॥ আমরা তো একসঙ্গেই ঘুরতাম, ফিরতাম। দিনের বেশীর ভাগ সময়টা তো আমরা চারজন—

শংকর ॥ (উত্তেজিত ভাবে) তাই যদি হয়—তবে আমাদের মধ্যেই কেউ—

প্রভাত ॥ (চিৎকার করে ওঠে) কক্ষনো না।

নরেশ ॥ (চাপা উত্তেজনায়) আমরা না। অন্ততঃ আমি না।

শংকর ॥ (নীচু স্বরে) প্রভাত?

প্রভাত ॥ (আবার চিৎকার করে) কক্ষনো না। শালা, তুই আমাদের বলছিস—তুই নিজে কী করেছিস কে জানে!

শংকর ॥ (প্রায় ফিস ফিস করে) তোরা আমাকে বিশ্বাস করিস না?

প্রভাত ॥ (চাপা আক্রোশে) তুইও তো আমাদের বিশ্বাস করিস না।

নরেশ ॥ (প্রায় স্বগতোক্তির মত) এ ঘটনার পর আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। অথচ বিজু আমাদের বিশ্বাস করতো।

শংকর ॥ তোদের মনে পড়ে?

(Flash Back)

প্রভাত ॥ এই—এই—সেই মেয়েটা আসছে—

শংকর ॥ হেব্বি দেখতে—

নরেশ ॥ আমাদের কলেজে পড়ত না?

শংকর ॥ এখনও পড়ে। আমরাই শালা মাঝ পথে কলেজ ফলেজ ছেড়ে—

প্রভাত ॥ যে নেতারা আমাদের Follower বানালো—তারা কিন্তু গুছিয়ে নিয়েছে।

শংকর ॥ চুপ বে। মেয়েটা এদিকেই আসছে।

বিজলি ॥ আপনারা এখানে?

শংকর ॥ এই এমনি।

বিজলি ॥ আরও ক'দিন আপনাদের এখানেই দেখেছি, নিন, নিন না, বাদাম খান, শহরের দিকেই যাবেন তো, চলুন, একসঙ্গেই হাঁটি।

প্রভাত ॥ (জনান্তিকে) আবে, রেল-স্লীপার গুলো না সরালে মাল্লু আসবে কোত্থেকে?

নরেশ ॥ (জনান্তিকে) কোন রকমে মেয়েটাকে কাটা মাইরি।

বিজলি ॥ কই, কী হল, চলুন, সন্ধে হয়ে যাচ্ছে।

শংকর ॥ না, মানে, আমরা আর একটু বসি এখানে।

বিজলি ॥ আর আমি বুঝি এই অন্ধকারে একলা লাইনের ধার দিয়ে যাব? আপনারা না আমার কলেজের বন্ধু?

শংকর ॥ (বিমূঢ় হয়ে) বন্ধু?

বিজলি ॥ নয়? অবশ্য ক্লাসে বিশেষ কথা হত না। তাহলেও—যাবেন না?

শংকর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই।

প্রভাত ॥ (চাপা স্বরে) এই শালা। স্লীপারগুলো ঝাড়বি না?

শংকর ॥ (চাপাস্বরে) পরে হবে। এখন চল।

বিজলি ॥ টিউশনির টাকা পেলাম, চলুন, গণেশ কাফেতে চা খেয়ে ফিরব।

প্রভাত ॥ কলেজের খবর কী?

বিজলি ॥ ছেড়ে দিয়েছি।

নরেশ ॥ সে কী? কেন?

বিজলি ॥ বাবা আর টানতে পারছে না। আমি এখন অনেক টিউশনি করছি।

শংকর ॥ ইশ, আপনার result কত ভাল ছিল।

বিজলি ॥ (হেসে ওঠে) ছাড়ুন তো। সবার সব হয় না।

প্রভাত ॥ (জনান্তিকে) ব্রজেন পালের মত কাপ্তেন তো ছিল ওর পেছনে।

নরেশ ॥ (জনান্তিকে) ব্রজেনের কথা শুনে তো মনে হত অনেক ঢালে মেয়েটার পেছনে।

বিজলি ॥ কিছু বলছেন নাকি?

প্রভাত ॥ (অপ্রতিভ হয়ে) না, মানে—ব্রজেনের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে নাকি?

বিজলি ॥ (হেসে ওঠে) ঝগড়া হবে কেন? যতটুকু ভাব দেখেছেন এখনও তাই আছে। ব্রজেন তো কখনও আমার পেছন ছাড়ে না। উঁকি দিয়ে দেখুন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, এই দিকে চেয়ে, (বিষণ্ণ হাসি) মেয়ে হয়ে ব্রজেনের টাকা কেমন করে নেওয়া যায় বলুন?

নরেশ ॥ চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বিজলি ॥ (দর্পিত কণ্ঠে) কেন? ব্রজেনের জন্যে? তার দরকার হবে না। পেছনে ঘুরেই যখন ওর শান্তি, ও ঘুরুক, কিন্তু—(থামে, ইতঃস্তত করে) কালভার্টের এই বিচ্ছিরি জায়গাটায় আপনারা আর আসবেন না। রেলের গুডস শেডের ওখানটা থেকে পুলিশে বিনা দোষেও লোক ধরে নিয়ে যায়। চলি। (চলে যায়)

প্রভাত ॥ কী মেয়ে মাইরি, ঠিক ধরে ফেলেছে।

শংকর ॥ যেটা বলে গেল, সেটায় খোঁচা নেই। শুভবুদ্ধি দিল।

নরেশ ॥ শুভবুদ্ধিতে পেট ভরে না।

শংকর ॥ শুভার্থী কেউ আছে জানলে মনটা ভরে। চল, ফিরেই যাই।

দৃশ্যান্তর

শংকর ॥ বল্। সত্যিটা সামনে আসুক। আমরা চারজন একসঙ্গে মুড়ি, বাদাম, চা ভাগ করে খেয়েছি। সুখ দুঃখ ভাগ করে নিয়েছি। আজ একজন নেই, কে দায়ী বল? প্রভাত। বেচু পাঠক সম্পত্তির লোভে ওর বুড়ি দিদিকে খুন করতে চেয়েছিল, তোকে খুন করার জন্যে নগদ দিতে চেয়েছিল।

প্রভাত ॥ তাতে কী হল?

শংকর ॥ (নিচু স্বরে) কিন্তু তুই তা করিসনি। বিজু তোকে বারণ করেছিল।

প্রভাত ॥ (ঘড়ঘড়ে গলায় বলে) হ্যাঁ, বিজু আমাকে খুনী হওয়ার পাপ থেকে বাঁচিয়েছিল। বিজু তোকেও বারণ করেছিল শংকর। দাশু গাঙ্গুলী তোকে বলেছিল অপোনেন্ট লিডারের নামে মেয়েমানুষের বদনাম ছড়িয়ে দিতে। মোটা টাকার লোভ দেখিয়েছিল। বিজু তোকে বারণ করেছিল। তুই সে কাজ করিসনি, (দম নেয়) বিজু তোকেও বারণ করেছিল নরেশ। ডাক্তার তালুকদার তোকে স্মাগলিং-এর ঠেকগুলোর ওপর নজর রাখার চাকরি দিতে চেয়েছিল। বিজুর বারণ শুনে সে চাকরি তুই করিসনি।

নরেশ ॥ বিজু আমাদের অন্ধকারের পথ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। বিজু আমাদের ভালবাসতো, আমরা ওর কথা শুনে আধপেটা খেয়ে থাকার কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু নিজেকে ঘেন্না করতে হয়নি আর।

শংকর ॥ সেই বিজুকে কেন মরতে হল?

নরেশ ॥ (অস্থির কণ্ঠে) আমি একটা কথা স্বীকার করব?

শংকর ও প্রভাত ॥ কী কথা?

নরেশ ॥ একদিন তোরা ছিলি না। গণেশ কাফের পেছনের গুদামে আমি বিজুকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। আমি ওর শরীরটাকে শুষে নিতে চেয়েছিলাম।

প্রভাত ॥ (চাপা চিৎকার করে ওঠে) নরেশ।

শংকর ॥ (রুদ্ধ আক্রোশে) তাহলে তুইই—

নরেশ ॥ না, না, বিজু আমার চোখের দিকে চেয়ে বলল, (বিজলির কণ্ঠ) "নরেশ, তুমি যা চাইছো, তুমি নিতে পার, কিন্তু শংকর আর প্রভাতকে আমি কী বলব? তুমিই বা কী করে ওদের চোখে চোখ রাখবে?" আমি একটা মার খাওয়া নেড়িকুত্তার মত পালিয়ে গেলাম। (থেমে) আমাকে তোরা বিশ্বাস কর।

প্রভাত ॥ (নিচু গলায়) একদিন রাতে বিজুকে একা বাড়ী পৌঁছতে গিয়ে আমায় কী ভুতে পেল, আমি বিজুকে চুমু খেলাম। জোর করে, বিজু বাধা দেয়নি। কিন্তু কী প্রাণহীন বিজুর সেই ঠোঁটের ছোঁয়া। পর মুহূর্তেই আমার মনে হল কী ভয়ংকর সর্বনাশ হল। বিজুর বন্ধুত্ব চিরকালের মত হারালাম। কিন্তু বিজু আমাকে নির্ভয় করল, বলেছিল, "এভাবে চেয়ো না আমাকে, তাহলে আর দুজনের কাছে যে আমায় মরতে হয়।"

শংকর ॥ আমিও স্বীকার করতে চাই। অন্ধকারে ওভারব্রীজের নীচে আমি ওর হাত দুখানা চেপে ধরেছিলাম। আমি তখন যেন জ্বরের ঘোরে পুড়ছিলাম। বিজু বলেছিল "আমি যদি নষ্ট মেয়ে হতাম, তোমাদের তিনজনকেই খুশী করতে পারতাম"। ওর কথা শুনে আমার সেন্স ফিরে এল। বিজু আমাদের বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

নরেশ ॥ আমরা কেউ সম্পর্কটাকে অসম্মান করিনি। আমরা কেউ না। তাহলে?

প্রভাত ॥ (চাপা স্বরে) এই চুপ, একটা লোক এই দিকেই আসছে।

নরেশ ॥ (চাপা স্বরে) চেনা চেনা লাগছে। কে বলতো? অন্ধকারে একা একা শ্মশানের ধারে কী করছে?

শংকর ॥ শালা, এ তো ব্রজেন।

প্রভাত ॥ এখানে কী করছে?

শংকর ॥ (হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে) এই ব্রজেন, কী চাই তোর এখানে?

ব্রজেন ॥ (কাঁপা গলায়) তোরা এখানে?

নরেশ ॥ আমরাও তো তাই জানতে চাই। তুই এখানে?

ব্রজেন ॥ এখানে—এইখানে সাতদিন আগে ডেডবডিটা নিয়ে এসেছিল—

শংকর ॥ (ব্যঙ্গের হাসি হাসে) শালা দেবদাস।

নরেশ ॥ না শংকর। ও কিছু জানে।

প্রভাত ॥ চেপে ধরতো। এই শুয়োরের বাচ্চা। সত্যি কথা বল। নইলে এখানেই পুঁতে রেখে দেব।

শংকর ॥ ব্রজেন, তুই জানিস বিজলিকে কেন মরতে হল? তুই ওকে ভালবাসতিস। তুই কেন ওকে বাঁচাতে পারলি না?

ব্রজেন ॥ (খাদে গলা) আমি ভালবাসতাম। ও বাসতো না। (গলা তোলে) ও আমাকে কখনো ভালবাসেনি, ও আমাকে—আমাকে ঘেন্না করতো, আমি—নকুড় পালের ছেলে—টাকা দিয়ে সব কিনে নিতে পারি—কিন্তু মন কিনতে পারিনি। (থামে) (চিকার করে ওঠে) মার—তোরা আমাকে মার—আমিই সেই। বাড়িওলা ওদের বাড়ি থেকে বার করে দিচ্ছিল—আমি টাকা দিয়ে বাঁচাই। দু-বছরের বাড়িভাড়া, আর তারপর—যে জন্যে ওর পেছনে ছায়ার মত ঘুরতাম—আমি ওকে বাধ্য করলাম। বিজু আমার মুখে থুতু দিল, আমাকে অভিশাপ দিল, তবু আমার হাত থেকে আর পালাতে পারলো না। টাকা দিয়ে ওকে পেলাম। একটা মরা কাঠের মত শরীর। আমি ওকে শেষবারের মত মেরেছি। (গোঙায়) মার, আমাকে মার। একেবারে শেষ করে দে।

শংকর ॥ বাড়ি যা ব্রজেন। শ্মশানে ঘুরিস না।

নরেশ ॥ তুই মরেই গেছিস, আর কী মারবে তোকে।

ব্রজেন ॥ মারতে পারলি না? তবে যাই। যেখানে বিজলির লাশ পড়েছিল, সেখানেই যাই।

নরেশ ॥ গেল কোথায় শয়তানটা?

প্রভাত ॥ বোধহয় রেললাইনে গেল জ্বালা জুড়োতে।

শংকর ॥ যাক। (থামে) নরেশ, প্রভাত।

নরেশ ॥ কী বলছিস?

শংকর ॥ আমরা চারবন্ধু কেউ বিশ্বাসভঙ্গ করিনি।

প্রভাত ॥ আমরা বন্ধুই রইলাম।

নরেশ ॥ বিজু ও আমাদের সঙ্গেই থাকবে।

শংকর ॥ আমরা চারবন্ধু একসঙ্গে থাকবো, অন্ধকারে নয়, আলোয়।

মূল গল্প □ ছেঁড়া তমসুক